তুলাচাষী ভাইদের জন্য পরামর্শ

- এখনই (মে-জুন) তুলাচাষের জমি নির্বাচনের উপযুক্ত সময়।
- বন্যামুক্ত উঁচু জমি তুলাচাষের জন্য নির্বাচন করুন।
- আমাদের দেশে উচ্চফলনশীল আমেরিকান জাতের তুলাচাষ অধিক লাভজনক।
- ভাল ফলন পেতে হলে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত উন্নতমানের তুলাবীজ সংগ্রহ করুন।
- বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলার জন্য সিবি-৩ ও সিবি-৯ জাতের তুলাবীজ বপন করুন।
- বৃহত্তর যশোর, কুষ্টিয়া জেলার জন্য সিবি-১, সিবি-৫ ও সিবি-৯ জাতের তুলাবীজ বপন করুন।
- সঠিকভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে ও সকল জাতের তুলাচাষ করে সহজেই একর প্রতি ১৫-২০ মন বীজতুলা পাওয়া যায়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার নিকটস্থ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাঠকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ডিএফপি-১৪১২৬-২৯/৫
জি-১৫১৪

তুলা উন্নয়ন বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

জরুরি বিজ্ঞপ্তি
[মূল্য সংযোজন কর]

বিষয়ঃ **১০ (দশ) ডিজিটের মূল্য সংযোজন কর (মূসক) নিবন্ধনপত্র বিতরণ।**

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট মূসক কর্মকর্তা এবং মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ৮ ডিজিটের পরিবর্তে ১০ ডিজিটের মূসক নিবন্ধনপত্র কোন প্রকার জরিমানা ব্যতীত বিতরণের সময়সীমা ৩১শে জুলাই ১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরবর্তীকালে এ ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপের বিধান করা হয় এবং ১লা আগস্ট ১৯৯৯ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখ পর্যন্ত এককালীন ২০০০ টাকা ও ১লা জানুয়ারি ২০০০ থেকে ৩০ শে জুন ২০০১ তারিখ পর্যন্ত উপরিউক্ত ২০০০ টাকার অতিরিক্ত হিসাবে প্রতিদিনের জন্য ২৫ (পঁচিশ) টাকা এবং অনুরূপ ধারাবাহিকতা অনুসরণ সাপেক্ষে ১লা জুলাই ২০০১ তারিখ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রতিদিনের জন্য ১০ (দশ) টাকা জরিমানা হার নির্ধারণ করা হয়। এ সময়সীমা শেষ হবার প্রেক্ষিতে জরিমানার হার পুনঃ নির্ধারণ ও সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য নিবন্ধিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও মাঠ পর্যায় প্রশাসন থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়।

০২। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৪/১০/২০০১ইং তারিখের বিজ্ঞাপনটি ৩১শে ডিসেম্বর ২০০১ইং তারিখের পরবর্তী সময়ের জন্য পূর্বোক্ত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জরিমানার হার নিম্নোক্তভাবে পুনর্বিন্যাস ও সংশোধিত আকারে জারি করছেঃ

জরিমানার ধরন	সময়সীমা	জরিমানার হার (টাকায়)	মন্তব্য
এককালীন	১লা আগস্ট ১৯৯৯ হতে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত	২০০০/= টাকা	৩১.১২.১৯৯৯ পর্যন্ত কোন দৈনিক জরিমানা দিতে হবে না।
দৈনিক	১লা জানুয়ারি ২০০০ হতে ৩০শে জুন ২০০১ পর্যন্ত	২৫/= টাকা	২০০০/= টাকার অতিরিক্ত প্রযোজ্য মেয়াদে ও হারে দৈনিক জরিমানা বাধ্যতামূলক।
	১লা জুলাই ২০০১ তারিখ থেকে আবেদন দাখিলের তারিখ পর্যন্ত	১০/= টাকা	

০৩। যারা এখনো ১০ ডিজিটের নিবন্ধনপত্র গ্রহণ করেননি, তারা উপরোক্তভাবে জরিমানা পরিশোধপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় হতে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে
মোঃ শওকাত হোসেন
দ্বিতীয় সচিব (মূসক-গণসংযোগ, প্রশিক্ষণ ও নিবন্ধন)
Website: http:/www.nbr-bd.org

ডিএফপি-১৪১২৩-২৯/৫
জি-১৫১৬

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান-এর ২১-তম শাহাদৎ বার্ষিকীতে আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। শহীদ জিয়ার স্মৃতি অমর হোক।

ভুট্টা ভারি মজার ফসল
সারা বছর ফলে
নিজের খাবার পশুর খাবার
জ্বালানীও মিলে।

১। ভুট্টা লাগান ভুট্টা খান
ভুট্টা বেচে টাকা জমান।

২। ভুট্টার দানা খাওয়ালে হাঁস-মুরগীর ওজন বাড়ে এবং ডিম বেশি দেয়।

৩। ভুট্টা গাছ ও পাতা গো-মহিষের উত্তম খাদ্য।

৪। ভুট্টার পুষ্টিমান অনেক বেশি।

৫। ভুট্টা দ্বারা রুটি, পরোটা, লুচি, খিচুড়ি, খৈ, মোয়া, ক্ষীর ও পায়েশ তৈরি করা যায়।

৬। ভুট্টার তৈরি খাবার সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর।

৭। ভুট্টা মাছের খাবার হিসাবেও ব্যবহার করা হয়।

৮। সারা বছর অধিক হারে ভুট্টা চাষ করুন।

৯। ভুট্টা খরা সহিষ্ণু, রোগবালাই কম ও অপেক্ষাকৃত কম সেচে চাষ করা যায়।

১০। অধিক হারে ভুট্টা চাষ করুন এবং ধান ও গমের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ লাভবান হোন।

সমন্বিত ভুট্টা উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রকল্প পরিচালক
সমন্বিত ভুট্টা উন্নয়ন প্রকল্প
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

ডিএফপি-১৪১২৮-২৯/৫/০২
জি-১৫০৯

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান-এর ২১তম মৃত্যু বার্ষিকীতে আমাদের প্রদ্ধাঞ্জলি

বাজার চাহিদা অনুযায়ী কৃষি পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করুন

- জমি থেকে ফসল কাটা বা তোলা এবং মাড়াই-এর সময় যত্নবান হোন। এতে ফসলের উৎপাদনজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে।
- বর্তমান বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করতে আপনার পণ্যের উপযুক্ত ও আধুনিক প্রক্রিযঅজাত ব্যাবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করুন।
- গ্রামীন পর্যায়ে ফলমূল ও শাক-সবর্জির স্বাস্থ্যসম্মত, ক্ষুদ্র প্রক্রিয়অজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। প্রক্রিয়অজাতকৃত পণ্য পরবর্তী সময়ে ব্যবহার বা বিক্রির ব্যবস্থা করুন। এতে আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থায় প্রক্রিয়াজাত করবেন। এতে পণ্যের মান বৃদ্ধির পাশাপাশি অপচয় রোধ এবং দেশী ও আন্তর্জাতিক বাজারে গড় মৌসুমে পণ্য সরবরাহ সম্ভব হবে।
- বিশ্ব বাজারে পণ্যের সাথে উন্নত আধুনিক দৃশ্যমান প্যাকেজিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে প্রস্তুতকারী এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সচেতন হতে হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজার আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের প্যাকেজিং ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে।
- সঠিক উপায়ে কৃষি পণ্য সংরক্ষণ করুন এবং উপযুক্ত সময়ে বিক্রি করে আপনার আয় বৃদ্ধি করুন। এ ব্যাপারে নিকটস্থ শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পের গুদামসমূহে কম খরচে শস্য পণ্য সংরক্ষণ ও ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ নিতে পারেন।
- প্রয়োজনীয় বাজার তথ্য আপনার কৃষি পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। পটনশীল পণ্য দ্রুত বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিবেন।
- কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন খরচের খাতগুলো চিহ্নিত করুন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করুন। এতে আপনার পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।
- ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পসল গ্রেডিং করে বিক্রির ব্যবস্থা করুন যা আপনার পণ্যের ভাল মূল্য পেতে সাহায্য করবে।
- ফসলের গুণাগুণ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন এবং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন।

DFP-14125-29/5
G-1511

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ী, ঢাকা